দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 04 MAR 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম 3 ...

002

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন অত্যাবশ্যক

অর্জিত জ্ঞান ক্রমাগত মাথায় সঞ্চিত হতে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই মস্তিষ্কের ওজন বৃদ্ধি পাবে আর ওজন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলশ্রুতি হল মস্তক অবনত হওয়া। একইভাবে বৃক্ষেরও মস্তক অবনত হয়ে থাকে যখন বৃক্ষ অধিক পরিমাণে ফল ধারণ করে। অবশ্য মস্তক অবনত করার মানে অন্যায়ের কাছে মাথা অবনত করা নয়। কবি বলেন, "চির উন্নত মম শির"। বরং প্রকৃত শিক্ষা অন্যায়ের বিরুদ্ধ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে প্রেরণ যোগায়।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। মানবদেহ মেরুদণ্ডের উপর ভর করে দাঁড়ায় এবং চলাফেরা করে। বাংলাদেশে লেখাপড়া শেখার পর্যন্ত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। রুগ্ন ব্যক্তির মত শয্যাশয়ী। তা কেন?

যে শিক্ষিত ব্যক্তি অপরকে শ্রদ্ধা করতে জানে না, সে লেখাপড়া জানলেও তাকে শিক্ষিত বলা যাবে না। কুশিক্ষিত কুশিক্ষা অপেক্ষা অশিক্ষা শ্রেষ্ঠতর। গ্রাম বাংলার অশিক্ষিত নিরক্ষর কৃষকগণ এর অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর।

বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদের (সাঃ) স্বভাবের নম্রতা সর্বজন বিদিত। তিনি প্রত্যেক নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন বাধ্যতামূলক করেছিলেন এই উদ্দেশ্য নয়, যে তারা প্রচুর অর্থোপাজন করতে সক্ষম হবে। বরং এই উদ্দেশ্য যে অর্জিত জ্ঞান আত্ম-উপলব্ধিতে সহায়তা করবে আর আত্ম উপলব্ধি হল সর্বস্রষ্টা আল্লাহকে উপলব্ধি করার প্রথম পদক্ষেপ। মানুষকে যিনি ঘৃণা করেন তিনি আল্লাহকে ভালবাসতে পারেন না।

আমাদের শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকেই একে অপরকে অশিক্ষিত বলে মনে করি। শুধু তাই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে একে অপরকে মানবেতর জীবের ন্যায় তাচ্ছিল্য করি। এক কথায় বলতে-গেলে আমরা সবাই অশিক্ষিত। সবাই অমানুষ। অতএব, একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে আপন মেরুদণ্ডের উপর দাঁড়াবার অধিকার আমাদের কোথায়?

ঢাকা লালবাগ মাদ্রাসার শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সুশিক্ষিত ভাবেন না। তেমনি আলিয়ার ছাত্র মতিঝিল হাই স্কুল বা লেবরেটরী স্কুলের ছাত্রকে কুশিক্ষায় রত বলে ধারণ করে। বিপরীতক্রমে দেখা যায়, ক্যাডেট কলেজের একজন গ্রাজুয়েট শর্ষিণা মাদ্রাসা গ্রাজুয়েটকে "মধ্যযুগীয় গোমরাহর" ঊর্ধ্বে কিছু ধারণা করেন না। বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার কর্ণধারগণ যদি এ শোচনীয় পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে চান তবে আগে নিজেদের মনে সকলের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জানাতে হবে।

উন্নত দেশের ছাত্র-ছাত্রীগণ একটি মাত্র শিক্ষা পদ্ধতির আওতায় লেখাপড়া শিক্ষা করে থাকে। তাই তাদের মধ্যে জন্ম থাকে সহমর্মীতা এবং জাতীয়তাবাদ। অথচ আমাদের দেশে সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত একাধিক শিক্ষা পদ্ধতি বিদ্যমান। তাছাড়া সরকারী অনুমোদন বিহীন শিক্ষা পদ্ধতির সংখ্যা আরও বেশী।

সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সকল শিক্ষা বোর্ডকে একত্র করে একটি মাত্র জাতীয় বোর্ডে পরিণত করা যেতে পারে এবং সকল মাধ্যমিক শিক্ষায়তনকে ঐ বোর্ডের আওতায় আনা যেতে পারে। সকল বিষয়ের আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে হবে।

বিদ্যালয়ের নাম বা ধরণ যেমন হোক না কেন ১০ম মান পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং ঐ শ্রেণীতে পড়ানো হয় এমন সকল বিষয় জাতীয় শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যসূচীতে থাকবে। যে কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা মাদ্রাসার অধিকার থাকবে সেটা হতে ৮/১০টি বিষয় নির্বাচন করে পড়াবার এবং যে কোন পরীক্ষার্থীর অধিকার থাকবে যে কোন ৮/১০টা বিষয় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করার। সিলেবাস হতে হাদিস, তফসীর, মুনতেক, বালাগত যেমন বাদ পড়বে না তেমনি পদার্থবিদ্যায়, রসায়ন, ভূবিজ্ঞান ও গণিত ইত্যাদিও বাদ যাবে না। বোর্ডের নির্দেশে অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ নিজ নিজ বিষয়ে পরীক্ষার জন্য প্রশ্নমালা প্রস্তুত করবেন। বলা বাহুল্য, পরীক্ষার খাতা তাঁরাই দেখবেন।

ইংরেজ যখন এদেশ শাসন করত, তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারটি শ্রেণী ছিল। চতুর্থ শ্রেণীর পরে সরকার হতে একটি একটি পরীক্ষা নেয়া হত যা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নামে পরিচিত ছিল। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারত। বর্তমানে একটি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের আওতায় ঐ ধরনের পরীক্ষা পুনঃ চালু করা যেতে পারে।

পেটের ক্ষুদার জ্বালায় অনেক শিশু বিদ্যালয়ে যেতে চায় না। বিদেশ হতে যে গম খয়রাত হিসেবে বাংলাদেশ পেয়ে থাকে ঐ গম দ্বারা প্রাথমিক বিদ্যালয় নিজের তত্ত্বাবধানে শিশুদের জন্য টিফিনের বন্দোবস্ত করতে পারে। ঐ সামান্য একটি রুটি অনেক শিশুকে স্কুলমুখী হতে অনুপ্রাণীত করবে। ক্ষুধার তাড়না তেমন না থাকলেও অনেক শিশু বাংলা যুক্তাক্ষর শিক্ষার প্রয়াসে কিছু সময় নষ্ট করার পরে ধৈর্য হারিয়ে বিদ্যালয় চিরতরে ত্যাগ করে এবং সারাজীবন থেকে যায় নিরক্ষর।

মেধাভিত্তিক বৃত্তি পাবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীগণ গৃহ শিক্ষকের বাড়ীতে বর্তমানে এত বেশী হারে ভিড় জমাচ্ছে যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ আর বিদ্যালয়ে পড়াবার জন্য সময় পান না, আর তেমন উৎসাহ বোধ করেন না। বহুসংখ্যক শিক্ষকের কর্মসংস্থান এখন কোচিং সেন্টার বা স্কুলে পরিণত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত উচ্চ বিদ্যালয়গুলো বার্ষিক পরীক্ষা নেয়া এবং উপরের শ্রেণীতে তুলবার দায়িত্বটা কেবল বহন করছেন। বস্তুতঃ শিক্ষা পরিণত হয়েছে ব্যবসায়ে। এ ব্যবস্থার অবসান হাওয়া উচিত।

—সেরাজ উজ জামান